আনন্দবাজার পত্রিকা

17 January, 2023

নিজস্ব সংবাদদাতা: স্কুলে বা খেলতে যেতে চাইত না ছোট ছেলেটি। গেলেও, বাড়িতে ফিরে মায়ের কোলে মুখ গুঁজে খালি কাঁদত। প্রশ্ন করত, ‘আমার কী কান হবে না? সবাই আমায় দেখে হাসে।’ ছেলেকে সান্ত্বনা দিতেন বাবা-মা। সেই ছেলেরই পুরো কান তৈরি করে মুখে হাসি ফোটালো এসএসকেএম হাসপাতাল।

নদিয়ার বাসিন্দা সঞ্জীব দেবনাথ ও ঝুমুর দেবনাথের একমাত্র সন্তান সৌম্যজিৎ জন্মগতভাবে ‘মাইক্রোটিয়া’ -তে আক্রান্ত। অর্থাৎ ওই বালকের কানের বাইরের অংশ ঠিকমত তৈরিই হয়নি। চিকিৎসকেরা জানাচ্ছেন, ১০ হাজার বাচ্চার মধ্যে ১ থেকে ৫ জনের জন্মগত ওই ত্রুটি দেখা যায়। সৌমজিতের পরিজনেরা জানাচ্ছেন, জন্মের পর থেকেই তার ডান দিকের কানের জায়গায় শুধু একটা ছোট্ট মাংসপিণ্ড ছিল। কোনও কথা খুব চেঁচিয়ে বলতে হত ওই বালককে। সঞ্জীব বলেন, “স্থানীয় বিভিন্ন চিকিৎসককে দেখালেও কেউ কোনও দিশা দেখতে পারছিলেন না। রোজ ছেলেটা কাঁদত। শেষে কল্যাণীর হাসপাতাল থেকে আমাদের এসএসকেএমে যেতে বলে।” সেখানেই পরপর দুবার অস্ত্রোপচার করা হয় ওই বালকের। তার বাবা জানাচ্ছেন, ছয় বছর বয়সে ওই বালককে প্রথমে পিজিতে আনা হয়। সেখানে প্লাস্টিক সার্জারি বিভাগের চিকিৎসকেরা জানান, অস্ত্রোপচারে কান তৈরি করা সম্ভব। তবে তার জন্য বয়স হতে হবে অন্তত ৬ থেকে ৮ বছর। প্লাস্টিক সার্জারি বিভাগের শিক্ষক চিকিৎসক সৌম্য গায়েন বলেন, “ওই বয়সের মধ্যে প্রথম অস্ত্রোপচারটি করা গেলে খুব ভাল ফল মেলে। বুক থেকে তরুনাস্থি (কার্টিলেজ) ও মাথা থেকে মাংস নিয়ে কানের কাঠামো তৈরি করতে হয়। ওই বয়সে তরুনাস্থি খুব নমনীয় থাকে।”

ঝুমুর বলেন, “ছেলে স্কুল থেকে ফিরে রোজ কাঁদত। বন্ধুরা কান নেই বলে হাসিঠাট্টা করত। ডাক্তারবাবুর কথা মতো আমরাও ওকে বলতাম, একদিন ঠিক কান তৈরি হয়ে যাবে।” মাঝে দুই বছর কোভিডের জন্য বাধা পরলেও, বছর খানেক আগে পিজিতে প্লাস্টিক সার্জারির বিভাগীয় প্রধান চিকিৎসক অরিন্দম সরকারের নেতৃত্বে সৌম্যরা ওই বালকের প্রথম পর্যায়ের অস্ত্রোপচারটি করেন। মাথার ডানপাশে উঠে থাকা ছোট মাংসপিণ্ডের বদলে তৈরি হয় সম্পূর্ণ একটি কান। সম্প্রতি দ্বিতীয় অস্ত্রোপচার করে পুরোপুরি কানের আদল নিয়ে এসেছেন সৌম্য। তাঁর কথায়, “অস্ত্রোপচারটি জটিল। খুব সাবধানে পাঁজরের উপর থেকে তরুনাস্থি সংগ্রহ করতে হয়। না হলে ফুসফুসে ক্ষতির সম্ভবনা থেকে যায়। কানের প্রতিটি ভাঁজকে তৈরি করাও খুবই জটিল। পরপর দুবার অস্ত্রোপচার করে তবেই পুরোপুরি সাফল্য আসে।” দিন কয়েক আগে, পুনরায় ওই বালকে পরীক্ষা করেন চিকিৎসকেরা। এখন সে সুস্থ রয়েছে। সৌম্য জানাচ্ছেন, আগে ডান দিকের কান দিয়ে ৫ শতাংশ শুনতে পেত সৌম্যজিৎ। এখন কান তৈরির পরে তা দিয়ে প্রায় ২০ শতাংশ মত শুনতে পাবে। সদ্য পঞ্চম শ্রেণিতে ভর্তি হওয়া সৌম্যজিত হাসিমুখে বলছে, “আর তো কেউ বলবে না, আমার কান নেই।”